দৈনিক ইনকিলাব ৩৮

তারিখ 6 OCT 1987 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা ও নি… …ক্ষান

সমস্যার আবর্তে মাধ্যমিক শিক্ষা

মোঃ আব্দুস সাত্তার

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাকে অবহেলিত রেখে জাতীয় উন্নতির কল্পনা অসম্ভব। আর এ দেশের ৯১·২% গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ রেখে উন্নতির লক্ষ্যার্জন ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, শিক্ষা মানুষের পঞ্চ মৌলিক প্রয়োজনের একটি। এটি মানুষকে অন্যান্য জীব হতে স্বাতন্ত্রতা দান করে। এর লক্ষ্য হচ্ছে সুশিক্ষিত ও মার্জিত নারী-পুরুষ তৈরী করা যা আদর্শ মানুষ এবং রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে কর্তব্য সাধন করতে সক্ষম করে তুলে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কর্মযোগহীন ও যুগোপযোগী না হওয়ায় বিভিন্নমুখী সমস্যায় জর্জরিত যা নিম্নে আলোচ্যঃ প্রধানতঃ কর্মমুখী শিক্ষা এখানে উপেক্ষিত। ফলশ্রুতিতে তা জন্ম দিচ্ছে বেকারত্ব। তাছাড়া, রয়েছে পাঠক্রমের ত্রুটি, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য, নকলনির্ভর ও সার্টিফিকেটসর্বস্ব পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন ইত্যাদি সমস্যা। নিম্নে তা সবিস্তারে আলোচনা করা হলো—

মাধ্যমিক শিক্ষা তিন স্তরে বিভক্তঃ (১) নিম্ন মাধ্যমিক, যা ষষ্ঠ শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত; (২) মাধ্যমিক, যা নবম ও দশম— এ দু'শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত এবং (৩) উচ্চ মাধ্যমিক, যা একাদশ ও দ্বাদশ— এ দু'শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত। প্রথম দু'টি স্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং শেষোক্তটি মহাবিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এ স্তরে শিক্ষার সিংহভাগই পরিচালিত হয় ব্যক্তি উদ্যোগে।

নিম্ন ছকসমূহে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বিভিন্নভাবে দেখানো হল:

(ক) লিংগভেদে/১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যান মোতাবেকঃ

		বালক	বালিকা	মোট
১।	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৭,২৯৮	১,২৫৩	৮,৫৫১
২।	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা	৮৪,৯৯৫	১০,২৮০	৯৫,২৭৫
৩।	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী	১,৮৫৩	৭৫৫	২,৬০৮

(খ) সরকারী ও বেসরকারীভেদে/১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যান মোতাবেক

		সরকারী	বেসরকারী	মোট
১।	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৯৪	৮,৩৫৭	৮,৫৫১
২।	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা	৪,১৮৫	৯১,০৯০	৯৫,২৭৫
৩।	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা (হাজার হিসেবে)	১২৫	২,৪৮৩	২,৬০৮

(গ) গ্রাম ও শহরভিত্তিক/১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যান মোতাবেক

		গ্রাম	শহর	মোট
১।	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৬,৯০৮	১,৬৪৩	৮,৫৫১
২।	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা	৭০,৭৩৩	২৪,৫৪২	৯৫,২৭৫
৩।	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা (হাজার হিসেবে)	১,৮১২	৭৯৫	২,৬০৮

উপরোক্ত (ক) ছক মোতাবেক দেখা যাচ্ছে যে, ৮,৫৫১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১,২৫৩টি মাত্র বালিকা বিদ্যালয়, যা মোট সংখ্যার শতকরা ১৪·৬ ভাগ। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ২৬ লাখ ৮ হাজার ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৭ লাখ ৫৫ হাজার ছাত্রী, যা মোট সংখ্যার শতকরা ২৮·৮৫ ভাগ। শিক্ষার্থীর মত শিক্ষয়িত্রীর বেলায়ও দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র শতকরা ১০·৫ ভাগ শিক্ষয়িত্রী শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত আছেন। এটি নারী শিক্ষা ও নারী কর্মসংস্থানের পশ্চাৎপদতা নির্দেশ করে। আমাদের সমাজে অর্ধেক নারী, তাদেরকে শিক্ষায় পশ্চাৎপদ রেখে আমরা উন্নতি আশা করতে পারি না। তাই, মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক নারী শিক্ষা ও নারী কর্মসংস্থানের পথ সুগম করতে হবে।

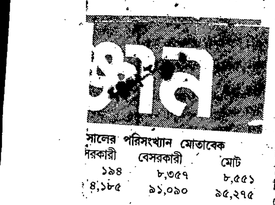

উপরোক্ত (গ) ছক মোতাবেক দেখা যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মোট ৮,৩৫৭টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যা মোট সংখ্যার শতকরা ৯০·৮ ভাগ। এ বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৪ লাখ ৮৩ হাজার ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করছে, যা মোট অধ্যয়নরতদের শতকরা ৯৫·২ ভাগ এবং ৯১,০৯০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষাদানে রত আছেন, যা মোট সংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগ। মাত্র ৫% সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের তুলনামূলক সিংহ ভাগ ব্যয়। বেসরকারী শিক্ষকদের অত্যন্ত করুণ. ফলশ্রুতিতে শিক্ষা এখানে প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে পড়েছে, যা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচ্যঃ

উপরোক্ত (গ) ছক মোতাবেক দেখা যাচ্ছে যে, মোট ২৬ লাখ ৮ হাজার ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে ১৮ লাখ ১২ হাজার গ্রামাঞ্চলের যা মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৬৯·২ ভাগ। কাজেই, শিক্ষার্থীদের সিংহভাগই গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ঘরের এবং তাদের বেশীর ভাগই বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জরাজীর্ণ পরিবেশে এদের জন্য প্রকৃত শিক্ষা হয়ে উঠে দুর্লভ। কারণ, এগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ বিধ্বস্ত ও অনুন্নত। সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা সংকটজনক। এগুলোতে না আছে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষাপোকরণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ছাত্রসংখ্যা। প্রায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার ও খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম নেই। ফলশ্রুতিতে, শিক্ষার্থীর মন একপেশে পরিবেশে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এভাবে দেশের শতকরা ৬৯·২ ভাগ শিক্ষার্থীর শিক্ষা দায়সারা গোছের হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে, বিত্তবান শহরে ঘরের সন্তানেরা উন্নত পরিবেশে তুলনামূলকভাবে সুষ্ঠু শিক্ষা পেতে পারে বিধায় মেধাতালিকায় অগ্রভাগে স্থান নেয় এবং মাখনের ভাগীদার হয়। কিন্তু দরিদ্র ঘরের সন্তানদের ভাগ্যে জোটে ঘোল। শহরে মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে প্রতিযোগিতায় তাদের পদে পদে হার মানতে হয় এবং শিক্ষাজীবন শেষে বেকার জীবন যাপনে বাধ্য হয়। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, শতকরা ৯২ ভাগ জনসংখ্যা যারা গ্রামে বাস করে তাদের মাত্র শতকরা ৬৯·২ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। অপরদিকে, শতকরা ৮ ভাগ শহরবাসী হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছে ৩০·৮%। এতে হিসেব কষলে বেড় হয়ে পড়বে যে, গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার অনুপাতে কম সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে যা শহরের ক্ষেত্রে অনেক বেশী। তা গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষার হারও প্রবৃদ্ধির হারে দারুণ বৈষম্য সৃষ্টি করে।

১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ মহাবিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রীর তথ্যাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(ক) সরকারী ও বেসরকারী ভেদে—

	সরকারী উচ্চমাধ্য	স্নাতকউচ্চমাধ্য	বেসরকারী স্নাতক	মোট
১। মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা	১০	১১৩২৭৮	২৫৬	৬৫৭
২। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা	১৯৪	৪,৭৬৪৩,৪০৮	৫,৬২৫	১৩,৯৯১
৩। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	২৯৩৬	১,২৬,০৬০৯৩,৪৮৯	১,৯৩,৮৯২	৪,১৬,৭৭৭

(খ) লিংগভেদে মহাবিদ্যালয়গুলোর তথ্যাবলী নিম্নরূপ—

	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা:	২৫৮	২০	২৭৪
২। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা সংখ্যা:	৩,০৭৮	৩৩০	৩,৪০৮
৩। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা:	৭৪,৩১৪	১৯,৫৭৫	৯৩,৮৮৯

(ক) ছক মোতাবেক এটি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে, মহাবিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত ৪,১৬,৭৭৭ জন ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে ২,৮৭,৩৮১ জনই সরকারী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত, যা মোট সংখ্যার শতকরা ৬৭ ভাগ। অনুরূপভাবে, বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ের হার শতকরা ৬৯ ভাগ এবং এগুলোতে শতকরা ৬৪ ভাগ শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষাদানরত। এদের অবস্থা অস্বচ্ছল যা পরবর্তীতে আলোচ্য।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় একই ধরনের মন্তব্য প্রযোজ্য। উপরন্তু, এখানে কিছু নৈরাশ্যজনক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মাত্র ১০.২ ভাগ মহিলা অধ্যয়নরত যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো হতে প্রাপ্ত হার ২৮.৮৫-এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। আর এটি সুস্পষ্ট যে, শিক্ষার উচ্চ স্তরে যতই অগ্রসর হওয়া যাবে ততই নারী শিক্ষার হার ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস পাবে।

প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাও ঝরে পরার পালা বিরাজমান। অবশ্য যতই শিক্ষার উচ্চ ধাপে অগ্রসর হওয়া যাবে এ প্রবনতা ততই হ্রাস পাবে। এ খঝরে পড়ার কারণগুলো নিম্নরূপঃ (১) অভিভাবকদের অশিক্ষা ও চরম দারিদ্র্যের ফলস্বরূপ শিক্ষার প্রতিকূল পরিবেশ, (২) শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অনাগ্রহ ও অনীহা, (৩) অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, (৪) সামাজিক সংস্কার ইত্যাদি প্রধান। এ কারণগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এর জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাই মূলতঃ দায়ী। বস্তুতঃ যার যত আর্থিক সামাজিক অবস্থা ভাল তার তত বেশী বিদ্যালয়ে টিকে থাকার ক্ষমতা বেশী। এতে আরো সুস্পষ্ট যে, নিম্ন আয়ভুক্ত গ্রামীণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে না আসা ও পরিত্যাগের প্রবনতা অধিক। এর ফলে অল্প বয়সেই শিক্ষার্থী বিশেষতঃ অস্টম শ্রেণী হতে ঝরে পড়ে এবং পরবর্তীতে নিম্ন আয়ের কর্মগ্রহণ, নিম্ন আয়ের ব্যবসা ও জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এবং গ্রামাঞ্চলেই এ প্রবনতা অধিক।

কর্মমুখী শিক্ষা পর্যালোচনার নিমিত্ত নিম্নে ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষার তথ্যাবলী প্রদত্ত হলঃ

উপরোক্ত বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার আওতাধীন সাধারণ শিক্ষা বিভাগে ৩০ লাখ ২০ হাজার ৭শ' ৭৭ জন এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার, যা মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ১ ভাগ মাত্র। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এ অস্বাভাবিক চিত্রের জন্য দায়ী শিক্ষা কাঠামো, সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বাধীন দেশের জন্য এ ধরনের কেরানীসর্বস্ব অপরিকল্পিত শিক্ষাকাঠামো অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত।

শিক্ষাঙ্গন থেকে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠুক, এটাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। সমাজের চাহিদাপূরণের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কারিগর, যন্ত্রবিদ ও কৃষিবিদসহ বিভিন্ন পেশায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠার যথাযথ সুযোগ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। এখানে শিক্ষাকাঠামোর ৯৯% জুড়ে আছে সাধারণ শিক্ষা। তবে, সাধারণ শিক্ষা যে থাকবে না তা নয়। প্রয়োজনের নিরিখে পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক তার পাশাপাশি ব্যাপকভাবে বৃত্তিমূলক ও অন্যান্য কর্মমুখী শিক্ষা থাকা উচিত। আমাদের দেশে তা না থাকায় বিপুল সংখ্যক সনদধারী যুবক বেকার জীবন যাপনে বাধ্য হয়। সরকার সমর্থিত হিসেব মতে, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩০ হাজার। তাদের বেকারত্বের মর্মযাতনা যে কতটা মর্মন্তুদ তা কাউকে লিখে বুঝানো যাবে না।

চলবে

বিবাহিতা ছাত্রীদের স্কুল থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত

রাজশাহী, ৫ অক্টোবর (সংবাদদাতা)।—রাজশাহী পি এন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক নির্দেশে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিবাহিতা ছাত্রীদের ক্লাসে না আসার জন্য বলেছেন। এমনকি বিবাহিতা ছাত্রীদের স্কুল থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে সামনে বার্ষিক পরীক্ষা থাকার কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার দিন স্কুলে উপস্থিত থেকে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দানের কথা ঘোষণা করেছেন মনবিক কারণে।

বিবাহিতা ছাত্রীদের কেন স্কুলে আসতে দেয়া হবে না এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী জানান, বিবাহিতা মেয়েরা স্কুলের পরিবেশ বিনষ্ট করছে। তাছাড়া ছাত্রী হিসাবে তারা মোটেই ভাল নয়। উল্লেখ্য, বর্তমান এ বিদ্যালয়ে প্রায় দুই হাজার ছাত্রী অধ্যয়নরত রয়েছে। তার মধ্যে দশ জন বিবাহিতা রয়েছে।

এক সূত্রে জানা গেছে, বিবাহিতা ছাত্রীরা তাদের দাম্পত্য জীবনের কিছু আপত্তিকর ছবি ও বই তাদের সহপাঠীনীদের দেখালে তা শিক্ষিকাদের দৃষ্টিতে পড়ে। তাছাড়া এদের কেউ কেউ ছাত্রী বয়সে প্রেম করে বিয়ে করেছে। এদের বয়স ১২ হতে ১৫ বছরের মধ্যে। যদিও এদেশে ১৮ বছরের কম বিয়ে নিষিদ্ধ।

বিবাহিতা ছাত্রীরা অভিযোগ করে বলেছে, দু'একজন ছাত্রীর জন্য সমস্ত বিবাহিতা ছাত্রীদের দোষ দিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া অনুচিত। তারা এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে।